মেহেরপুরে সোনালী ব্যাংকের এজিএমদের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র মেহেরপুর শাখায় বিদায়ী অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) মো. আরিফউজ্জামানকে বিদায় এবং নবাগত এজিএম মোহাঃ ওবায়দুর রহমানকে বরণ উপলক্ষে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের সোনালী ব্যাংক পিএলসি, মেহেরপুর শাখায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ব্যাংকের এসপিও মোহাম্মদ নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিদায়ী এজিএম মো. আরিফউজ্জামানকে বিদায় এবং নবাগত এজিএম মোহাঃ ওবায়দুর রহমানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এজিএম মো. তহিদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা শাখার সাবেক ম্যানেজার মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা শাখার ম্যানেজার মো. মুরশিদুল আলম ও সাংবাদিক শহিদুল ইসলামসহ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী ও নবাগত এজিএমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন অতিথিরা।

কুষ্টিয়ায় নবীন বরণ, বিদায় ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় নবীন বরণ, বিদায় ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান-২০২৬ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং কুষ্টিয়া হাজী আবুল

হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো. রহুল আমিন।

কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া হাজী আবুল হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মো. শফিকুর রহমান, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর মো. আখতার হোসেন, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান খন্দকার আনোয়ারুল হক এবং চিফ ইনস্ট্রাক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ভাইস প্রিন্সিপাল মো. রাশেদুল হাসান সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভাগীয় প্রধান মনোরুবা রহমানের সঞ্চালনায় সহযোগিতা করেন শামজ্জুমান সজীব, সোহেলী আক্তার, তাম্মী নেওয়াজ, অপু সেন, রুমি খাতুন, আফসানা হাবিব, এনামুল হক, জাহিদুজ্জামানসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, জীবনের প্রতিটি নতুন অধ্যায় নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার মূল লক্ষ্য শুধু ভালো ফলাফল অর্জন নয়; বরং একজন দায়িত্বশীল, নৈতিক ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠাও গুরুত্বপূর্ণ।

বক্তারা আরও বলেন, প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান অর্জন, দ্বিতীয় লক্ষ্য সৃজনশীল চিন্তা এবং তৃতীয় লক্ষ্য মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিকল্প নেই দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ, বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রাত ৯ টার সময় এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান গত ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি যোগদান করেন। গত এই ১৪ মাস তিনি আলমডাঙ্গা থানার দায়িত্ত পাল্ন করেছেন। শক্ত হাতে দমন করেছেন অন্যায়। মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন।

এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুকুল, প্রশান্ত বিশ্বাস, হামিদুল ইসলাম আজম, ফিরোজ ইফতেখার, তানভির সোহেল,আতিক বিশ্বাস প্রমুখ।

ইবিতে ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় ও বরণ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে মাস্টার্সের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় ও নতুন বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলর

প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. এয়াকুব আলী এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।
আরও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. বেগম রোকসানা মিলি এবং ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. ওবায়দুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখেন বিভাগের সাবেক শিক্ষক ও বর্তমানে খণ্ডকালীন নিয়োজিত প্রফেসর ড. শহিদুর রহমান এবং বিভাগের শিক্ষক ড. মিঠুন মোস্তাফিজ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের সভাপতি ড. আবু শিবলী মো. ফতেহ আলী চৌধুরী।

অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষাথীরা আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ

অনুষ্টানে স্বাগত বক্তব্য দেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুজ্জামান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, বশির আহমেদ, হাবিবুর রহমান, রকিবুল ইসলাম, রাফিউল ইসলাম, রুবেল আহমেদ, নারগিস চৌধুরী, সাহিদা বানু, শাহনাজ পারভীন, গাজীউর রহমান ও রোকুনজ্জামান রোকন সহ ফারাহ হোসেন লিটন।

মেহেরপুরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদায় ও নবীন বরণ

মেহেরপুর সদরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায়, নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শিক্ষা জীবন সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত সময়। যারা পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে, তারা দেশ ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

অনুষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় জানানো হয় এবং নবাগত ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক তারিক মুছা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একরামুল হক, আশরাফুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক ইউনুস আলী, ফারুক হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

দর্শনা ভোরের সাথীর বিদায় উপলক্ষে একটি ছোট্ট কর্মসুচি পালিত

দর্শনা ভোরের সাথীর বিদায় উপলক্ষে একটি ছোট্র কর্মসুচি গ্রহন করা হয়। দর্শনা পৌর সভার নাইট গার্ড জয়নগর গ্রামের আলী হোসেন অবসরে চলে গেছে। ফলে সকালে আমাদের মাঝে তাকে পাওয়া যাবে না।

আলী হোসেনের সম্মানে গতকাল সকাল ৮টায় দর্শনা কলেজ মঞ্চে খেচুরী মাংশ খাওয়া-দাওয়া ও বিদায় অনুষ্ঠান করা হয়। এভাবে আলী হোসেন ভোরে আমাদের সাথে পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকে বিদায় জানাতে হলো। আমরা ভোরের সাথীরা মানষিক ভাবে আনন্দে ও সুস্থ্য থাকতে সকালে হাটাহাটি করে থাকি। দর্শনা ভোরের সাথী এমন একটি সংগঠন যেখানে অরাজনৈতিক, দল, ধর্ম, বর্ণ, মত ও পথের মানুষের অংশ গ্রহন রয়েছে। কলেজ চত্বরে হাটাহাটির পাশপাশি চলে নানা আড্ডা।

ফলে সারা দিনটিই কাটে ঝর-ঝরে ও আনন্দের মধ্যে। এ অনুষ্ঠানে ভোরের সাথীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যন আব্দুল কাদের, সাবেক মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, বড়-সলুয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, ঠিকাদার নাজমুল হুদা, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, দক্ষিন চাঁদপুর

মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী, সাবেক ব্যংকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আনেয়ার হোসেন, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা খালিদ হাসান, সাবেক সেনা আব্দুল মালেক, স্বর্ণ ব্যবসায়ী শৈলেন কুমার শান্তারা, দর্শনা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, ছাত্র সবুজ ও রাজু।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, ব্যবসায়ী সাজ্জাদ হোসেন, আব্দুল মজিদ, এসকে আলম, আলউদ্দিন ও ডিটু।

গাংনীতে বিদায় নিলেন সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস

আবেগঘন পরিবেশে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস এঁর অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবসর জনিত বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস, জেলা অফিসের উপ সহকারী নিবন্ধক এনামুল হক, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, সদর উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান, জেলা অফিসের পরিদর্শক নুরুজ্জামান, প্রশিক্ষক নুরুজ্জামান, সহকারী পরিদর্শক সাইফুর রহমান, হাফিজুর রহমান, শাহিনুজ্জামান, অফিস সহকারী সাঈদ আনোয়ার, মেহেদী হাসান, ক্যাশ সরকার মাহফুজ রাব্বী, অফিস সহায়ক শাহিন আহমেদ প্রমূখ।

বক্তব্যের শেষে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী কর্মীর হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এবং একটি সুসজ্জিত গাড়িতে করে বিদায়ী সহকর্মীকে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

গাংনীতে আবেগঘন পরিবেশে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে বিদায়

আবেগঘন পরিবেশে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসারকে (অবসর জনিত) বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারর সভাকক্ষে বিদায়ী সংবর্ধনার আয়োজন করেন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা।

গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, হাড়াভাঙ্গা ডিএস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, মীর হাবিবুল বাশার ২০১৫ সালে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদান করে সুনামের সাথে তার কর্মময় জীবন শেষ করেন। এসময় তার পত্নি উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভক্ত ও অনুরাগীদের অশ্রুজলে বিদায় দেবী দূর্গা

পান-সিদুঁর আর মিষ্টিমুখ করিয়ে চারদিনের আনন্দ শেষে অশ্রুজলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিদায় দিলেন দূর্গা দেবীকে।

সনাতন ধর্মের হাজারো ভক্ত অনুরাগীদের চোখের জলে ভাসিয়ে এবার দেবী দুর্গা ফিরলেন নৌকায়। দেবী দুর্গা এবার কৈলাশ থেকে সপরিবারে মর্ত্যলোকে এসেছিলেন গজে(হাতি)চড়ে।

বুধবার বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনের আনুষ্ঠানিকতা। সন্ধ্যা হতে না হতেই নীল আকাশের বর্ণিল আলোর মাঝেই বেজে উঠলো ঢাকের তাল। সাথে হাজারো নারী পুরুষের উলুধ্বনি আর ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে মেহেরপুরের সনাতন ধর্মালম্বীরা মেতে উঠলো প্রতিমা বিসর্জনে।

মনের কলুসতাকে ঝেড়ে ফেলে পৃথিবী হবে সম্প্রীতির ও সুন্দর—এই প্রার্থনায় আগামী বছরের অপেক্ষায় দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

ভৈরব নদ, গাংনীর ভাটপাড়া কাজলা নদী, সেউটিয়ার মড়কাতে, ও মাথাভাঙ্গাসহ বিভিন্ন নদীতে দেবী এলেন, তারপর সমস্ত অশুভ শক্তি নাশ করে নৌকায় চেপে ফিরলেন কৈলাশে।

তেল-সিঁদুর পরিয়ে, পান, মিষ্টি মুখে দিয়ে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে মেহেরপুর শহরের ভৈরবের তীরে ভিড় করেন হাজারো ভক্ত ও অনুরাগীরা।

প্রতিমা বিসর্জন অনুষ্ঠানে শুধু সনাতন ধর্মালম্বীরা নয়, নানা ধর্ম, শ্রেণি, পেশার হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে ভৈরব নদের তীর পরিণত হয় মিলনমেলায় ।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, নবমী পূজা সম্পন্নের পর মর্ত্য ছেড়ে নিজ আলয়ে যাত্রা করেন দেবী দুর্গা।

চণ্ডীপাঠ, বোধন ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে গত ১ অক্টোবর থেকে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়।

ষষ্ঠী তিথিতে বেলতলায় দেবীর নিদ্রাভঙ্গের বন্দনায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল তার সাঙ্গ হলো বুধবার বিজয়া দশমীতে।

পরবর্তী ৪ দিন মেহেরপুর জেলা শহরসহ জেলার ৩৭ টি পূজামন্ডপে পূজা- অর্চনায় ভক্তরা দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

মেহেরপুর শহরের হালদারপাড়া এলাকার কৈলাশ হালদার ও মেলি রানী বলেন, মাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে পারলাম, এটাই আনন্দ।সকলের শান্তি কামনা করেছি মায়ের কাছে। আমরা তো সব সময় এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করি।

প্রতিমা বিসর্জনের পর গাংনী পুজা উৎযাপন কমিটির নেতা ধীরেন কুমার দাশ বলেন, করোনার কারনে দূর্গা পুজা অর্চনা করা সম্ভব হয়নি।দুই বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা দুর্গাপূজা পালন করতে পারলাম।

শাস্ত্রমতে, বিজয়া দশমীর সকালে অঞ্জলির পর থেকে থেকে নগরীর বিভিন্ন মণ্ডপে দেবী দুর্গাকে তেল সিঁদুর আর পান চিনিতে অশ্রু সজল নয়নে বিদায় জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। দুপুর থেকে ট্রাকে

কিংবা ভ্যানে করে দেবী দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নদীর বিভিন্ন স্থানে।